রিয়াজুল কুরআন মডেল মাদরাসা

শ্রেণিঃ **দ্বিতীয়** *বিষয়ঃ* **বাংলা** *বিষয় শিক্ষকঃ* **রওশন সিদ্দীকা সাবরিন**

লেসন: ১৭, পাঠঃ ২১ (ছয় ঋতু)

শিখন উদ্দেশ্যঃ

*বাংলাদেশের ছয়টি ঋতুর নাম বলতে পারবে।
*প্রতিটি ঋতুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবে।
* বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারবে।
* ঋতুভেদে ফুল, ফল, আবহাওয়া ও মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন বুঝতে পারবে।
* শব্দার্থ, শূণ্যস্থান, বাক্যগঠন, এবং প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে জানতে পারবে।

মূলভাব:

বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশ। প্রতি দুই মাস নিয়ে এক একটি ঋতু গঠিত। ছয়টি ঋতু হলো- গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। প্রতিটি ঋতুর রয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য। ছয় ঋতুর বৈচিত্র্য বাংলাদেশের প্রকৃতিকে করেছে অপূর্ব সুন্দর।

শব্দার্থ লিখ :

ষড় – ছয়
কালবৈশাখী— বৈশাখ মাসের ঝড়
নবান্ন — পিঠা -পায়েস খাওয়ার উৎসব
কুয়াশা — বাতাসে ভাসা পানির কণা।
খাল-বিল - ছোট নদী ও জলাভূমি
শিশির — ভোরে ঘাস ও পাতায় জমা জলকণা

২) শূণ্যস্থান পূরণ কর:

ক) -------- ছয় ঋতুর দেশ।(বাংলাদেশ)
খ) ছয়টি ঋতুকে বলা হয় ------ ।(ষড়ঋতু)
গ) গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে ------- ঝড় হয়।(কালবৈশাখি)
ঘ) ------- খাল –বিল পানিতে ভরে যায়।(বর্ষাকালে)
ঙ) নদীর ধারে ------ ফোটে।(কাশফুল)
চ) হেমন্ত কালে -------- উৎসব হয়।(নবান্ন)
ছ) ---- ও ----- মাস নিয়ে শীত ঋতু।(পৌষ, মাঘ)
জ) বসন্তকে বলা হয় ------রাজা।(ঋতুর)

৩) বাক্যগঠন কর:

ঋতু - বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশ
কালবৈশাখী- গ্রীষ্মকালে কালবৈশাখী ঝড় হয়।
বর্ষা — বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টি হয়।
কাশফুল—- শরৎকালে কাশফুল ফুটে।
শিশির —- শীতের সকালে ঘাসে শিশির জমে।
হেমন্ত —- হেমন্তকালে কৃষকের ঘরে নতুন ধান ওঠে।
পিঠা —— শীতকালে নানা রকম পিঠা তৈরি হয়।
কোকিল —- বসন্তকালে কোকিল ডাকে।

৪) প্রশ্নোত্তর লিখঃ

ক কোন ঋতুতে কালবৈশাখী ঝড় হয় ?

উত্তর: গ্রীষ্মকালে / গ্রীষ্মঋতুতে কালবৈশাখী ঝড় হয়।

খ) বর্ষাকালে কী কী ফুল ফোটে?

উত্তর: বর্ষাকালে কেয়া,কদম ও দোলনচাঁপা ফুল ফোটে।

গ) কোন ঋতুতে কাশফুল ফোটে?

উত্তর:শরৎকালে কাশফুল ফোটে।

ঘ) হেমন্ত ঋতুতে কোন উৎসব হয় ?

উত্তর: হেমন্ত ঋতুতে নবান্ন উৎসব হয়।

ঙ) গাছের পাতা ঝরে কোন ঋতুতে ?

উত্তর: গাছের পাতা ঝরে শীত ঋতুতে।

চ) বসন্ত ঋতুকে কেন ঋতুর রাজা বলা হয় ?

উত্তর: বসন্ত ঋতুতে প্রকৃতি ফুলে ফুলে সাজে, কোকিল ডাকে। এ ঋতু সবচেয়ে রঙিন। তাই বসন্তকে বলা হয় ঋতুর রাজা।

লেসন: ১৮, পাঠঃ ২২ (নববর্ষ)

শিখন উদ্দেশ্যঃ

১. বাংলা নববর্ষ সম্পর্কে বলতে পারবে।

২. পহেলা বৈশাখের বিভিন্ন আয়োজনের নাম বলতে পারবে।

৩. নববর্ষের সঙ্গে বাঙালির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সম্পর্ক বুঝাতে পারবে।

৪. নতুন শব্দের অর্থ বলতে, বাক্য তৈরি করতে এবং পাঠ থেকে উত্তর দিতে পারবে।

মূলভাব:

বাংলা বছরের প্রথম মাস বৈশাখ। বৈশাখ মাসের প্রথম দিন বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ। এদিন সারা দেশে নানা ধরণের আনন্দের আয়োজন করা হয়। গ্রাম ও শহরে মেলা, খেলাধুলা, শোভাযাত্রা, গান -বাজনা, নৌকাবাইচ ও ঘুড়ি ওড়ানোর আয়োজন হয়। নববর্ষ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির একটি আনন্দময় উৎসব।

১) শব্দার্থ লিখঃ :

পহেলা—- প্রথম

বর্ষ — বছর

নববর্ষ—- নতুন বছর

হালখাতা — পুরোনো বছরের দেনা-পাওনা মেটানোর উৎসব।

নৌকা বাইচ —- নৌকা চালানোর প্রতিযোগিতা

২) শূণ্যস্থান পূরণ কর?

ক. বাংলা বছরের প্রথম মাস হলো —---। (বৈশাখ

খ. —------- অনেক মেলা হয়।(নববর্ষে)

গ. নববর্ষে নদী, হাওড়, বিলে —----- হয়।(নৌকা বাইচ)

ঘ. নববর্ষের সময় গ্রামের দোকানে —------- হয়।(হালখাতা)

ঙ. নৌকাবাইচ হলো নৌকা চালানোর —-------।(প্রতিযোগিতা)

চ. ছোটো-বড়ো সবাই —------- চড়ে ।(নাগরদোলায়)

৩) বাক্যগঠন কর:

নববর্ষ —- আমরা আনন্দের সঙ্গে নববর্ষ পালন করি।

বৈশাখ - বৈশাখ বাংলা বছরের প্রথম মাস।

মেলা — নববর্ষ উপলক্ষে আমাদের গ্রামে মেলা বসে।

নৌকাবাইচ —- নদীতে নৌকাবাইচ হয়।

হালখাতা —- ব্যবসায়ীরা নববর্ষে হালখাতা খোলেন।

নাগরদোলা — শিশুরা নাগরদোলায় চড়ে আনন্দ করে।

ঘুড়ি —- আকাশে নানা রঙের ঘুড়ি উড়ে।

৪) প্রশ্নোত্তর লিখ :

ক) আমাদের নববর্ষ কোন দিন ?

উত্তরঃ পহেলা বৈশাখ আমাদের নববর্ষ।

খ) বাংলা বছরের প্রথম মাস কোনটি ?

উত্তর: বাংলা বছরের প্রথম মাস বৈশাখ।

গ) নববর্ষের দিনে সারা দেশে কী কী হয়?

উত্তর: নববর্ষের দিনে সারা দেশে মেলা, খেলাধুলা শোভাযাত্রা, নৌকাবাইচ ও ঘুড়ি উড়ানোর আয়োজন হয়।

ঘ) নববর্ষের সময় গ্রামের দোকানে কী হয় ?

উত্তর: নববর্ষের সময় গ্রামের দোকানে হালখাতা হয়।

লেসন: ১৯ পাঠঃ ২৩ (আমাদের ছোটো নদী)

শিখন উদ্দেশ্য:

* শিক্ষার্থীরা কবিতাটি শুদ্ধ ও সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
* কবিতার মূলভাব বুঝতে পারবে।
* নতুন শব্দের অর্থ বলতে ও লিখতে পারবে।
* কবিতার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।

মূলভাব:

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের গ্রামের ছোট নদীর সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন। নদীটি এঁকেবেঁকে বয়ে যায়। বৈশাখ মাসে পানি কমে যায় এবং গরু –গাড়ি পার হতে পারে। নদীর বালুচরে কাশবন ও ফুল ফুটে থাকে। নদী-পাড়ের প্রকৃতি, পাখি ও মানুষের চলাফেরার সুন্দর দৃশ্য কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে।

১) শব্দার্থ লিখঃ

হাঁটুজল - হাঁটু সমান পানি।

তীর — ধার

ঢালু —- নিচু

সেথা —- সেখানে

ঝাঁক —- দল

থেকে থেকে —-একটু পরপর

হাঁক —- ডাক

২) শূণ্যস্থান পূরণ:

ক. আমাদের ছোট নদী চলে—-------। (বাঁকে বাঁকে)

খ. বৈশাখ মাসে তার —------- থাকে।(হাঁটু জল)

গ. দুই ধার উঁচু তার, —------ তার পাড়ি।(ঢালু)

ঘ. এক ধারে —------ ফুলে ফুলে সাদা।(কাশবন)

ঙ. রাতে ওঠে থেকে থেকে —------ হাঁক।(শেয়ালের)

৩) বাক্যগঠন কর:

নদী- নদীতে অনেক নৌকা।

ছোটো – আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে।

বৈশাখ- বাংলা বছরের প্রথম মাস বৈশাখ।

সাদা —-- কাশবন ফুলে ফুলে সাদা।

ঝাঁক —- কিচিমিচি করে সেথা শালিকের ঝাঁক।

৪ প্রশ্নোত্তর লিখঃ

ক. কোন মাসে নদীতে হাঁটুজল থাকে ?

উত্তর: বৈশাখ মাসে নদীতে হাঁটুজল থাকে।

খ. শালিকের ঝাঁক কোথায় কিচিমিচি করে ?

উত্তর: শালিকের ঝাঁক গাছের ডালে কিচিমিচি করে।

গ. কাশবন দেখতে কেমন ?

উঃ কাশবন দেখতে ফুলে ফুলে সাদা।

লেসন :২০ (ব্যাকরণ)

***ফরম পূরণ :**

১) ৭৬ পৃ: —- ১নং(তোমার নিজের তথ্য দিয়ে নিচের ফরম পূরণ করো

২) ৭৭ পৃ: ----২নং(বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য নিচের ফরমটি পূরণ করো)